জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, নীলফামারী

ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ইনোভেশন আইডিয়া

শিরোনাম: ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীলফামারী জেলায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি উপজেলায় ১২০ জন মৎস্যচাষিকে(প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা ভাতায়)প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও চলমান ঘাটতি পূরণ

১. ভূমিকাঃ

মাছ একটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মূল্যবান জলজপ্রানী। ইহা আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে নীলফামারী জেলার আপামর জনসাধরণের অনুপুষ্টির চাহিদাপূরণ, জলজস্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক নৈমিত্তিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্র প্রদান, বেকার সমস্যার সমাধান, মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নসহ সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিকে উন্নয়নে মৎস্যখাদ্য অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই মৎস্যখাত ও মৎস্যচাষ কার্যক্রমকে প্রযুক্তিগতভাবে স্থায়ীত্বশীল ব্যবস্থাপনার উপায় হিসেবে স্থানীয় মৎস্যচাষিদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষে মাছ উৎপাদন ক্ষুদ্র মৎস্যচাষি থেকে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষিদের কাছে পৌঁছাতে মৎস্য অধিদপ্তর, নীলফামারী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবনী ও জনকল্যানমূখী মৎস্যসেবা প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য বিভাগ ও মৎস্যচাষিদের মধ্যে অধিক মৎস্য উৎপাদন উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬টি উপজেলায় ১২০ জন মৎস্যচাষিকে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য উৎপাদনের সচিত্র প্রতিবেদন ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে মৎস্য বিভাগ, নীলফামারী উপরোক্ত মৎস্যসেবা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

২. উদ্যোগটি কেন গ্রহন করা হয়েছে:

মাছে-ভাতে বাঙ্গালী ও গোলা-ভরা ধান, পুকুর ভর্তি মাছ এবং গোয়াল ভরা গরু ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যগুলো প্রাচীনকাল থেকে আবহমান বাংলায় বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি, জীবন-যাপন ও ঐতিহ্য বহন করে কালের সাক্ষী হয়ে চলছে। মাছ হলো একটি উত্তম প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য। ইতিমধ্যে প্রাণ রক্ষাকারী এবং অত্যন্ত মূল্যবান অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, বিভিন্ন প্রকার অনুপুষ্টি, ভিটামিনস, খনিজ লবন ইত্যাদি পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে। যেগুলো আমাদেরকে সুস্বাস্থ্যবান, নিরোগ কর্মক্ষম ও মেধাসম্পন্ন রাখতে প্রতিনিয়তভাবে সাহায্য করে চলছে। উপরোন্ত মাছচাষের মাধ্যমে আমরা প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণসহ যোগান বৃদ্ধি করতে পারছি, অত্যাবশীয় অনুপুষ্টির চাহিদা পূরণ ও যোগান বৃদ্ধি করতে পারছি, জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ঔষধ, ভিটামিনের চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি করতে পারছি, আয় বর্ধনশীল কর্মকান্ডের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করতে পারছি। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত প্রযুক্তির চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জলজসম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে মাছের উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করে আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাবান হতে পারছি। সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধিশীল উন্নত জীবন-যাপন করার ক্ষেত্র প্রস্তত করতে পারছি। জনস্বাস্থ্যের সুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উত্তম মাছচাষ অনুশীলনের (GAP)মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন এবং সম্প্রসারন আমাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।বাজারে নিরাপদ মাছের যোগান বৃদ্ধি ও মাঠ পর্যায়ে অধিকতর হারে (GAP) অনুশীলনকারী চাষির সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের পরিচিতি জনসম্মুখে প্রকাশ প্রচলিত বিদ্যমান ব্যবস্থায় কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। এছাড়া দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক সময় উক্ত নম্বরসমূহ মৎস্য চাষিদের কাছে না থাকা, প্রয়োজনের সময় মোবাইল ব্যালেন্স না থাকা এবং অন্যান্য নানা সম্যাসার কারণে তা যথাসময়ে পাওয়া হয় না। ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। এছাড়া অ্যাপস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য ভার্চুয়াল মাধ্যমভিত্তিক যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনকারী বানিজ্যিক মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা বর্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজন। আগামী দিনে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা এবং তাদের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে ক্রমবর্ধমান হারে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারে যোগান বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখতে হলে বানিজ্যিকভাবে মাছচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উৎপাদন সচিত্র প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখিত বিষয়সমুহকে লক্ষ্য করে গুণগত মানসম্পন্ন নিরাপদ মাছ উৎপাদনকরী মৎস্যচাষির ঠিকানাসহ তালিকা ক্ষুদ্র হতে বাণিজ্যিক মৎস্যচাষির হাতের নাগালে পৌঁছাতে এবং উত্তম মাছ চাষ অনুশীলনের (GAP) মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল মৎস্যচাষ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে জেলা মৎস্য দপ্তর নীলফামারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টালে সংরক্ষণ এবং প্রকাশের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্ভাবনী এ উদ্যোগটি করা হয়েছে। নীলফামারী জেলার ৬টি উপজেলার ১২০ জন মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উৎপাদন তথ্য ওয়েবপোর্টালে সংসক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যসেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

জেলা মৎস্য দপ্তর, নীলফামারী কৃতক ছয়টি উপজেলার মৎস্যচাষিদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারিত ফরমেট (পরিশিষ্ট-ক) প্রদান করা হয়েছিল। নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে আগস্ট হতে সেপ্টেম্বর মাস পযন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অক্টোবর হতে নভেম্বর মাস সময়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত উপজেলা শর্তানুযায়ী মোট ১২০ জন মৎস্যচাষি এর তথ্য ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ওয়েবপোর্টলে আপলোড করা হবে। মৎস্যচাষিদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আব্যশিকভাবে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (GAP), যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখা হয়েছিল।

৪. লগ ফ্রেইম (Log Frame):

ক্র.নং	কার্যক্রম	সময়কাল (২০২৪-২০২৫)				
		আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
১.	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ					
২.	তথ্য যাচাইকরণ					
৩.	বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য পেরণ					
৪.	বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক যাচাইকরণ					
৫.	জেলা ও বিভাগীয় দপ্তরে তথ্য ওয়েবপোর্টালে আপলোডকরণ					

৫. প্রত্যাশিত ফলাফল:

- নীলফামারী জেলার ছয়টি উপজেলার মোট ১২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষি তালিকা জানতে পারবে।

১২/০৭/২৪

মোঃ আবু সাইদ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নীলফামারী।